বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের দায়মুক্তি আর পিআরএসপি একই সুতায় গাঁথা?

আসজাদুল কিবরিয়া

প্রশ্নটি উঠতেই পারে এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে। বিশেষত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা নির্ণয় করা মোটেও কঠিন নয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নির্দেশিত পিআরএসপি চূড়ান্ত করার সময় যতো ঘনিয়ে আসছে, সংস্থা দুটির দায়মুক্তি নিশ্চিতকরণে আইন প্রণয়নের কাজও ততো জোরেশোরে চলছে। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনেই এ সংক্রান্ত বিলটি পাস হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রের চূড়ান্ত খসড়াটির ওপর এখন কিছু পর্যালোচনা ও পরামর্শ সভা চলছে। গত বছর ডিসেম্বরের মধ্যে এটি চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা পিছিয়ে চলতি অর্থবছরের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রয়োজনে আরো ৬ মাস সময় দেয়া যেতে পারে বলে সরকার জানিয়েছে এবং দাতাগোষ্ঠীও তাতে সম্মতি দিয়েছে। সময় যতোই বাড়ুক, মূল দলিলটি রচনার কাজ কিন্তু হয়ে গেছে। এখন পরিমার্জন নিয়মিতভিত্তিতেই চলতে পারে। তবে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো আগামী অর্থবছর থেকে অবশ্যই পিআরএসপির আওতায় গ্রহণ করতে হবে।

একটা বিষয় স্পষ্ট, দেশীয় বিশেষজ্ঞ-পরামর্শকদের দ্বারা পরিকল্পনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রণীত হলেও দাতাগোষ্ঠী নির্দেশিত কর্মকাঠামোর বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপরও কিছু ভালো দিক রয়েছে এ দলিলটিতে, যার সুফল নির্ভর করছে এর বাস্তবায়নের ওপর। ফলে দলিল ভালো-মন্দ মিলিয়ে যাই হোক না কেন, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো তথা সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে পিআরএসপি আসলে কি দাঁড়াচ্ছে? পিআরএসপির সমালোচনার জবাবে অনেকেই ইতিমধ্যে বলেছেন, 'দাতাগোষ্ঠী যা করতে বলেছে তার মধ্যে ভালো অনেক বিষয় আছে যা আমাদের সত্যি প্রয়োজন। দাতাগোষ্ঠী বলেছে বলেই সব খারাপ হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই।' আমরাও এ ধারণার সঙ্গে একমত। সে ক্ষেত্রে অবশ্য একাধিক প্রশ্ন আছে। প্রথমত, বিষয়গুলো যে ভালো তা কি আমরা নিজেরা বুঝিনি? যদি বুঝে থাকি তাহলে কেন এতোদিন করলাম না? আর না বুঝে থাকলে কেনই বা বুঝলাম না? এর কোনো সদুত্তর দাতাগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠজনরা দিতে পারেন না, পারবেনও না। তাছাড়া ভালো-মন্দের প্রকৃত বিচার হয় এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও ফলাফল দিয়ে। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাতাদের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত নামকাওয়াস্তে একটি দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে ঠিকই, কিন্তু এমন প্রশাসনিক জটিলতায় এটিকে ফেলেছে যে বছর গড়াতে চলল অথচ কমিশনটি সত্যিকার অর্থে মেরুদন্ড সোজা পর্যন্ত করতে পারল না। কারণটা খুব সোজা। সরকার চায় না একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন হোক।

মূল প্রসঙ্গ ছিল বিশ্বব্যাংক-আইএমএফকে দায়মুক্তি। এটি প্রদানের জন্য উঠে পড়ে লাগার পেছনে সরকারেরও বিশেষ স্বার্থ আছে। স্বার্থ আছে আরো একাধিক মহলের। খুব তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সরকার তো নয়ই, প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক আওয়ামী লীগও এর বিরোধিতা করছে না। আবার দেশের কথিত সুশীল সমাজের ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধ্বজাধারী যেসব বুদ্ধিজীবী রয়েছে, তারাও এ বিষয়ে একেবারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এদের সঙ্গে একই কাতারে রয়েছে দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা। তার মানে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের প্রধান কর্মচালকদের বড় অংশই দেশের মান-মর্যাদা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। আরো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উল্লিখিত পক্ষগুলো এরকম ভূমিকা পালন করছে পিআরএসপি নিয়ে। এই যে পিআরএসপি প্রণয়নকালে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যথাযথভাবে আলোচনা হলো না বা জাতীয় সংসদে বিষয়টি নিয়ে একটিবারের জন্য আলোচনা হলো না, তা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো মাথাব্যথাই নেই। বিএনপি-জামায়াত তো ক্ষমতাসীন। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও কোনো সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি। পিআরএসপি দলিল প্রণয়নকালেই জাতীয় সংসদে কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা করা হোক এমন একটি দাবি নিয়েও আওয়ামী লীগকে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। এটি নিয়েও কোনো আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়নি তারা। একইভাবে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের দায়মুক্তির প্রতিবাদে কোনো কর্মসূচি দেয়নি এই প্রধান রাজনৈতিক দলটি। এ থেকেই বোঝা যায় এদের প্রকৃত চেহারা।

অনেকটা একই আচরণ করছেন সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা। এদের মধ্যে সবচেয়ে নীরব রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক বলে দাবিদার বুদ্ধিজীবীরা। এদের নির্লজ্জ চরিত্র-চেহারা অবশ্য অনেক আগেই উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের দায়মুক্তি ও পিআরএসপি বিষয়ে নীরবতা এদের গ্রহণযোগ্যতা একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। অপর অংশটির মধ্যে আবার দুটি ধারা। একটি ধারা একদিকে যেমন বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের দায়মুক্তি প্রতিবাদে সোচ্চার, তেমনি সচেতন পিআরএসপি নিয়ে। অপর ধারাটি পিআরএসপি নিয়ে সমালোচনায় সক্রিয় থাকলেও বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের দায়মুক্তি নিয়ে মৌনতা অবলম্বন করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, জাতীয়ভিত্তিক প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোর একটি অংশ এ ধারার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। একই রকম অবস্থা এনজিওগুলোর। সুপ্রর মতো কিছু সংগঠন ছাড়া প্রায় কেউই এগিয়ে আসছে না।

সবশেষে আসছে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা। কর কমানো, ঋণ মওকুফ করা থেকে বিভিন্ন দাবিতে এরা বড়ই সোচ্চার। ভাবখানা এমন যে, এগুলো না হলে দেশের সর্বনাশ হবে। অথচ জাতীয় জীবনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে এরা সুকৌশলে নীরবতা পালন করছে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর দায়মুক্তি নিয়ে এদের কোনো কিছু বলার নেই, যেমন বলার নেই পিআরএসপি নিয়ে। প্রধান বাণিজ্যিক সংগঠনগুলো একজোট হতে পারে কর না দেওয়ার জন্য, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দেওয়ার জন্য। কিন্তু একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে না বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের চাপিয়ে দেয়া নীতি-সংস্কারের। বরং প্রকাশ্যে সমর্থন যোগায়। আর গোপনে পৃথক বৈঠক করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে মদদ দেয় নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান চিত্র

পক্ষসমূহ	বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের দায়মুক্তি	পিআরএসপি
সরকার	দায়মুক্তি দিতে সংসদে আইন পাস করাচ্ছে।	বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত পথে দলিল প্রণয়ন করেছে
প্রধান বিরোধী দল	কোনো বিরোধিতা করেনি, কোনো আন্দোলন কর্মসূচি দেয়নি।	কোনো গঠনমূলক সমালোচনায় যায়নি, কোনো আন্দোলন-কর্মসূচি দেয়নি।
সুশীলসমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা	বেশির ভাগ অংশই নীরব	তুলনামূলকভাবে বেশি অংশ সোচ্চার
ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা	নীরব	নীরব
প্রধান এনজিওগুলো	বেশির ভাগ অংশই নীরব	একটা বড় অংশ সোচ্চার